তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

দৈনিক
আমাদের সময়

বন্যায় পাঠদান বন্ধ ৬০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতির অবনতি

আমাদের সময় ডেস্ক ●

যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলাসহ বিভিন্ন নদনদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় গতকালও উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, মধ্যাঞ্চলের জামালপুর ও পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বন্যার কারণে বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার অন্তত ৬০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা আর দুর্ভোগে পড়ছে মানুষ। যমুনা নদীর পানির তোড়ে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার আমতলী-শিংভাঙা গ্রামের পাকা রাস্তা ভেঙে গেছে। সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। নীলফামারীতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও ভাঙন অব্যাহত রয়েছে।

বন্যায় বিভিন্ন জেলায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি আছে। তলিয়ে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত। দুর্গত বেশিরভাগ এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়নি। কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হলেও তা অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

রংপুর প্রতিনিধি জানান, এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বন্যার কারণে এই বিভাগের ৫ জেলায় প্রায় ২ হাজার ২৭৪ হেক্টর জমির রোপা আমন, বীজতলা, আউশ ও শাকসবজির ক্ষেত পানির নিচে রয়েছে। রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এসব এলাকার কৃষক চোখেমুখে অন্ধকার দেখছেন। গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘণ্টা ইউনিয়নের এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

বন্যায় পাঠদান বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আমন চাষি মিজানুর ও আব্দুল হাদি জানান, বন্যায় তাদের আমনের চারা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এবার তারা আমনের আবাদ করতে পারবে না। একই অবস্থা কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধাসহ অন্যান্য জেলার প্রায় ১০ হাজার আমন চাষির।

ইসলামপুর প্রতিনিধি জানান, জামালপুরের ইসলামপুরে যমুনার পানি বিপদসীমার ২৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের গেজপাঠক আব্দুল মান্নান জানান, বাহাদুরাবাদঘাট পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ২৪ দশমিক ৭১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইসলামপুরের চিনাডুলি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম জানান, যমুনার প্রবল স্রোতে চিনাডুলি ইউনিয়নের দেওয়ানপাড়া থেকে শিংভাঙা পর্যন্ত এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে কমপক্ষে ১৫ গ্রাম প্লাবিত হয়। নোয়ারপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বাদল জানান, বন্যার পানির তীব্র স্রোতে গতকাল সকালে উলিয়াবাজারের পাশে যমুনার পূর্ব তীর সংরক্ষণ বাঁধ ভেঙে যায়। ইসলামপুর উপজেলা চেয়ারম্যান নবী নেওয়াজ খান লোহানী বিপুল জানান, তার উপজেলার কমপক্ষে ৮০ গ্রাম বন্যাকবলিত হয়ে অন্তত ৬০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। তিনি বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বন্যায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জেলা সদরের সঙ্গে দোয়ারাবাজার ও তাহিরপুর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ৬৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

নীলফামারী প্রতিনিধি জানান, তিস্তা নদীর পানি কমে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ভাঙন অব্যাহত আছে। শনিবার ডিমলা উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নে নদীভাঙনের শিকার হয়ে নতুন করে আরও ৫০ পরিবার গৃহহারা হয়েছে। এ নিয়ে গত এক মাসে ইউনিয়নটিতে ৪৬০ পরিবার গৃহহারা হলো।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, অবিরাম বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে গাইবান্ধা জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, করতোয়া ও ঘাঘট নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঘাঘট নদীর পানি ২৩ সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্র নদের ১৮ সেন্টিমিটার ও করতোয়ার ১২ সেন্টিমিটার বেড়েছে।

ফুলছড়ি উপজেলার ৫ ইউনিয়নের ২২ গ্রামে নতুন করে পানি উঠতে শুরু করেছে। এদিকে পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে নদীভাঙনের তীব্রতাও বেড়েছে।

সুন্দরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, এ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায় নদীভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে। গতকাল পর্যন্ত ৫৭০ পরিবারের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। দুর্গতরা ত্রাণের আশায় প্রহর গুনছেন। তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদনদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উপজেলার ৭ ইউনিয়নের ২২ চর প্লাবিত হয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ওই সব এলাকায় খাদ্য, ওষুধপত্র, বিশুদ্ধ পানীয় জলসহ গো-খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বন্যাদুর্গতরা ত্রাণের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সারিয়াকান্দি প্রতিনিধি জানান, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বগুড়ার সারিয়াকান্দির পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ। এ পর্যন্ত ৪৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে ৪২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনা নদীর পানি আরও ১৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে গতকাল সকালে বিপদসীমার ৩০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ধুনট প্রতিনিধি জানান, ধুনট উপজেলায় শনিবার যমুনার পানি বেড়ে শহরাবাড়িঘাট এলাকায় বিপদসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে পাউবো বগুড়ার সহকারী প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ জানিয়েছেন।

ঝিনাইগাতী সংবাদদাতা জানান, টানা বর্ষণ ও ভারত থেকে ৫টি নদীনালা দিয়ে প্রবল বেগে বন্যার পানি প্রবাহের ফলে শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে– হাতিবান্দা, মালিঝিকান্দা ও ঝিনাইগাতী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম। পানিবন্দি পরিবার ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারি সহায়তা জরুরি দরকার বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মনে করছেন।

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, কুড়িগ্রামের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারী পয়েন্টে বিপদসীমার ৬১ সেন্টিমিটার ও ধরলার নদীর পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার ৭০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে ৯ উপজেলার ৫০ ইউনিয়নের সাড়ে ৩০০ গ্রামের ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। প্লাবিত এলাকার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে।

কুড়িগ্রাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান, সরকারি হিসাবে ৩৩ ইউনিয়নের ৩২৫ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়েছে।

রৌমারী প্রতিনিধি জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধির ফলে রৌমারী উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গতকাল উঁচু এলাকায় পানি ঢুকেছে। উপজেলার ৬ ইউনিয়নে ২ হাজার ৮৭১ পরিবারের ঘরবাড়িতে পানি ঢুকেছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। উপজেলার ৮০ শতাংশ এলাকায় বন্যার পানি ঢুকেছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বন্যা আক্রান্ত হওয়ার কারণে ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– ফলুয়ারচর, চরবাঘমারা, বেহুলারচর, চরইটালুকান্দা, ইটালুকান্দা, কাজাইকাটা, মিয়ারচর, সুখেরবাতি, ঘুঘুমারী, চরগয়টাপাড়া, চরধনতলা, কান্দাপাড়া ও দক্ষিণ খেদাইমারী।